হলে আটকে রেখে শিক্ষার্থী নির্যাতন, ২ ছাত্রলীগ কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

যবিপ্রবি প্রতিনিধি

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) হলে আটকে রেখে শিক্ষার্থী নির্যাতন ও চাঁদা দাবির ঘটনায় অভিযুক্ত দুই ছাত্রলীগ কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গতকাল সোমবার রাতে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শহীদ মসিয়ূর রহমান হলের প্রভোস্ট ড. মো. আশরাফুজ্জামান জাহিদ বাদী হয়ে যশোর কোতোয়ালি থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

মামলার এজাহারে যবিপ্রবির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রলীগকর্মী মো. শোয়েব আলী ও সালমান এম রহমানকে যথাক্রমে এক ও দুই নম্বর আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ভুক্তভোগী এনএফটি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ইসমাইল হোসেনকে ইতিপূর্বেই ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবিসহ বিভিন্ন ধরনের হুমকি-ধমকি দিয়ে আসছিল অভিযুক্ত সালমান ও শোয়েব। তারই ধারাবাহিকতায় গত ২ এপ্রিল দুপুর ১টায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে ফোন দিয়ে শহীদ মসিয়ূর রহমান হলের ৫২৮ নম্বর কক্ষে ডেকে নিয়ে মারধর করে পূর্বের ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে তারা। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী চাঁদা না দিলে হত্যার হুমকি প্রদান করে অভিযুক্তরা। পরে তারা সালমান ও শোয়েবকে হত্যার উদ্দেশ্যে চার ঘণ্টা আটকে রেখে বেল্ট, রড, পাইপ দিয়ে মারধর করে জখম করে।

এদিকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর বন্ধু মারুফ, পারভেজ, নোমানসহ আরো অনেকেই তাকে হলের মধ্যে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করে। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে আনুমানিক বিকেল ৫টার দিকে শহীদ মসিয়ূর রহমান হলের ৫২৮ নম্বর কক্ষে অচেতন অবস্থায় দেখে হল প্রভোস্ট ড. মো. আশরাফুজ্জামান জাহিদকে ফোন দেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর সহপাঠীরা। পরবর্তী সময়ে হল প্রভোস্ট গিয়ে তাকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করান।

পরে অভিযুক্ত দুইজনকে শহীদ মসিয়ূর রহমান হল থেকে সাময়িক ও পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করে ক্যাম্পাসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে প্রশাসন।